গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১০ - ১৬ মে, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

১৪ মে আইন অমান্যের ডাক দিল ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, চিট ফান্ড জালিয়াতিতে সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ এবং নারীর নিরাপত্তার দাবিতে ১৪ মে আইন অমান্যের ডাক দিয়েছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস। সমাজজীবন আজ ভয়ঙ্কর সংকটগ্রস্ত। সরকারি আক্রমণে শিক্ষা প্রায় ধ্বংসের পথে। চিটফান্ডের জালিয়াতিতে সর্বস্বহারা লক্ষ লক্ষ মানুষ। আক্রান্ত সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিদিন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে নারীর সম্ভ্রম। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অপশাসন ও জনবিরোধী নীতির আক্রমণে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে জনগণের। এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চায় মানুষ। মুক্তির সেই আকুতিকে ভাষা দিতে ছাত্র-যুব-মহিলাদের আইন ভেঙে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করার আহ্বান জানালেন এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস নেতৃবৃন্দ। ২ মে কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা ধারাবাহিক আন্দোলনের ডাক দিলেন। ১৪ মে কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে হাজার হাজার ছাত্র-যুব-মহিলা আইন অমান্য করে সরকারকে জানাতে চান অবিলম্বে জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহার কর।

বহু আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তৃণমূল সরকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিধানসভা গেট। ৩০ এপ্রিল

দাবি ছিল প্রতারক ও মদতদাতাদের গ্রেপ্তার
বিধানসভার গেটে লাঠি চালিয়ে জবাব দিল পুলিশ

নির্বিচারে লাঠি চালাচ্ছে পুলিশ এবং র‍্যাফ। তাদের হাতের ফাইবারের লাঠি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিছু হটানো যাচ্ছে না উপস্থিত যুবক-যুবতীদের। একদিকে বৃষ্টির মতো নেমে আসা লাঠিকে প্রতিহত করার চেষ্টা হচ্ছে, অপর দিকে স্লোগান উঠছে, চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সি বি আই তদন্ত চাই, সর্বস্বান্ত আমানত-কারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, প্রতারকদের বিচার চাই, তাদের মদতদাতা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। উপরোক্ত দৃশ্য

৩০ এপ্রিল বিধানসভার গেটে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ

৩০ এপ্রিল বিধানসভা গেটের। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল ছাত্র-যুবকরা। তৃণমূল সরকারের পুলিশ তাদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালায় এবং ১৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের মারে গুরুতর আহত হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন কমরেড অনিরুদ্ধ পন্ডা ও কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। এ ছাড়াও বহু কর্মী আহত হন।

একই দাবিতে ঐ দিনই এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রাজভবনের উদ্দেশে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা এই মিছিলে সামিল হয়ে চিট ফান্ডের নামে প্রতারণার বিরুদ্ধে কঠোর আইন জারি করার দাবি জানান। কাঠফাটা রোদে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো পথচারীরা এই দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন দলের রাজ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব এড়াতে পারেন না

প্রতারক সারদা গোষ্ঠীর কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক সহ অনেকেরই 'সততার' আলখাল্লাটা যেন একটানে কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে আপাদমস্তক দুর্নীতির দুর্গন্ধময় পাঁকে নিমজ্জিত চেহারাগুলি। নিজ নিজ দলের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ গলার জোরে ধামাচাপা দিতে মাঠে নেমে পড়েছেন বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল এই মুহূর্তে গদিতে আসীন বলে তাদের বে-আব্রু দশাটাই চোখে পড়ছে সবচেয়ে বেশি। স্বাভাবিকভাবেই গণঅসন্তোষের মুখোমুখি সরকার এবং শাসক দল। সিপিএম, কংগ্রেসও নিজেদের কাদা ঢাকতে এবং ভোটের বাজারে ফয়দা তুলতে বড় গলায় দুর্নীতির বিরোধী চ্যাম্পিয়ান সাজতে চাইছে। এর মোকাবিলা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সম্প্রতি একের পর এক জনসভার ভাষণে যেভাবে তার দলের অভিযুক্ত সাংসদদের মাথায় স্নেহের হাত রেখেছেন, তাতে আগের জমানার মতোই সব ধামাচাপা দেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। অন্য দিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যখন শ্যামনগরের সভায় দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বলছেন, আমার দলের কেউ চিট ফান্ডের টাকা নেয়নি, তখনই পুলিশি জেরায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক স্বীকার করছেন যে, সিপিএমের বহু নেতা-মন্ত্রীর ভোটের খরচ জোগাত চিটফান্ডগুলি। এমনকী তিনি নিজে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে টাকা দিয়ে আসতেন বলেও স্বীকার করেছেন।

রাজভবন অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল। ৩০ এপ্রিল

মুখ্যমন্ত্রী সভায় সভায় গণশক্তিতে প্রকাশিত চিটফান্ডের বিজ্ঞাপন তুলে ধরছেন, সিপিএম আমলের চিটফান্ডের রমরমার কথা বলছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে চিটফান্ড কর্তাদের ছবি দেখাচ্ছেন। সিপিএম নেতারা কীভাবে কব্জি ডুবিয়ে চিটফান্ডের প্রসাদ ভোগ

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর অবস্থা সঙ্কটজনক

৬ মে ২০১৩ ঃ এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পূর্বতন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী (৭৭) এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে বেশিরভাগ সময়ই ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন। ডায়াবেটিস রোগের পাশাপাশি বারবার তাঁর ফুসফুস ও প্রস্রাবের সংক্রমণ হতে থাকে এবং অবশেষে জটিল সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস রোগে তিনি আক্রান্ত হন। এই সময় প্রখ্যাত গ্যাসট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ সুজিত চৌধুরী, ডাঃ জ্যোতিরঞ্জন মহাপাত্র, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় ঘোষ, ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ শৈবাল ঘোষ, প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ অনুপ মাইতি প্রমুখ তাঁর চিকিৎসা করেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুকুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসায় কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর শারীরিক অবস্থার সাময়িক উন্নতি হলেও, মেডিকেল টিমের পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এপ্রিলের শুরু থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ২০ এপ্রিল তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। ১ মে মাল্টিসিস্টেম ফেলিওর ঘটায় কমরেড প্রতিভা মুখার্জীকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। বর্তমানে কমরেড মুখার্জী সংকটজনক অবস্থায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ শৈবাল ঘোষের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিমের চিকিৎসাধীন।

ডাঃ অশোক সামন্ত, কনভেনর, মেডিকেল সাব কমিটি। এস ইউ সি আই (সি)

মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ বালুরঘাটে

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার ডাকে ২৯ এপ্রিল বালুরঘাটে সহস্রাধিক ভ্যানচালক ডি এম এবং এস পি অফিসে বিক্ষোভ দেখান ও লাইসেন্সের দাবি করেন। জেলা সভাপতি কমরেড সাগর মোদক এবং সম্পাদক জগদীশ সরকার বলেন, ভ্যানচালকদের ভাতে মারার চক্রান্ত তাঁরা রুখবেনই।

১৪ মে আইন অমান্যের ডাক

একের পাতার পর

মানুষের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসে ঠিক সিপিএম-এর মতোই লাগাতার জনবিরোধী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। তৃণমূল কেন্দ্রের কংগ্রেস এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে তৃণমূল মুখে যতই বলুক না কেন বাস্তবে একই নীতি নিয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার চূড়ান্ত ব্যবসায়ীকরণ করছে। এই শিক্ষা বাণিজ্যকে মধুর মোড়কে উপস্থিত করতে তারা এনেছে শিক্ষার অধিকার আইন। আর সেই আইনের অজুহাতেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সাধারণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে গর্জে উঠেছে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে নেমেছে। প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন সারা দেশের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ। গত বছর ১৪ মার্চ দিল্লিতে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে জানিয়ে এসেছে দেশের মানুষের প্রকৃত দাবি। দেশজোড়া প্রতিবাদ আন্দোলনের চাপে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের উপদেষ্টা কমিটি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি রিভিউ কমিটি গঠন করে। কিছুদিন আগে রিভিউ কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সাথে যুক্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা চালু করার সুপারিশ করেছে। কিন্তু এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার, ভোটের বাজারে কংগ্রেস-সিপিএমের বিরুদ্ধে যতই বিরোধিতা করুক এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। তৃণমূল সরকার চাইলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ রাজ্যে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতি রদ করতে পারত। শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যুগ্ম তালিকাভুক্ত। তাই এ রাজ্যেরও একটা স্বতন্ত্র অবস্থান নেওয়ার জায়গা আছে। কিন্তু তারা তা করছে না। এই অবস্থায় শিক্ষার সমূহ ক্ষতি আটকাতে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করার দাবিতে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার।

অন্য দিকে সাম্প্রতিক সারদা গোষ্ঠীর কেলেঙ্কারি এবং অসংখ্য চিট ফান্ডের জালে জড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষ প্রতারিত এবং সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন আত্মঘাতী হয়েছেন। আমানতকারীরা দিশাহারা। তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি নেতা-মন্ত্রী-সাংসদদের এই প্রতারক, জালিয়াতদের সঙ্গে দহরম মহরমের খবর প্রতিদিন প্রকাশ্যে আসছে। রাজ্য সরকার মুখে যাই বলুক হাইকোর্টে দেওয়া হলফনামায় তারা আমানতকারীদের দায় কার্যত অস্বীকার করেছে। সরকার পুঁজিপতিদের নানা অজুহাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিলে সর্বস্বান্ত জনগণকে দেবে না কেন? কেন মন্ত্রী, এম এল এ-এম পি আমলাদের মোটা বেতন ছাঁটাই করে দুর্গত এই মানুষগুলির বাঁচার ব্যবস্থা করা হবে না?

ডাকঘরের সরকারি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পকে ক্রমাগত সুদ কমিয়ে দিয়ে আকর্ষণহীন করে তুলেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। যে প্রকল্পে ১০০ শতাংশই বিনা সুদে ঋণ হিসাবে রাজ্য সরকার পেতে পারত সেই প্রকল্প আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করতে রাজ্যের কোনও মাথা ব্যথা নেই। ২০১১ সালে ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য ছিল ১২,১৮৯২৪ কোটি টাকা। ২০১২ তে দাঁড়িয়েছে ১৭২৮২৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার যদি চাইত সাধারণ মানুষকে সারদা সহ অন্যান্য সব ঠগবাজ অর্থলগ্নি কোম্পানির হাত থেকে বাঁচাতে তাহলে তারা কি এই ভূমিকা নিতে পারত? নাকি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের বেআইনি রোজগারের পথ খুলে রাখতেই সরকারি প্রকল্প চালু রাখার এই অনীহা!

সামাজিক জীবনও আজ ভীষণভাবে কিন্ন। সারা দেশ জুড়ে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারীনিগ্রহ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। দিল্লির দামিনী, শিশু কন্যা গুড়িয়ার ওপর ঘটে যাওয়া পাশবিক ঘটনার প্রতিবাদে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। পুলিশের লাঠির সামনে বুক পেতে দিয়েছেন এর সুরাহা চাইতে। জলকামানের মোকাবিলা করেছেন সাহসের সঙ্গে। কিন্তু কী কেন্দ্র কী রাজ্য কোনও সরকারেরই নারীনিগ্রহ রোখার বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। সর্বত্রই পুলিশ শুধু নির্বিকার নয়, সরকার-প্রশাসন সহ যাদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা করা তারা খোদ অপরাধীদেরই আড়াল করছে। সরকারের মদতে চলছে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ ভিডিও গেম, অশ্লীল সিনেমা, ব্লু-ফ্লিম, কুৎসিত বিজ্ঞাপনের রমরমা। সরকারি দপ্তর এইডস বিরোধী প্রচারের নামে এফ-এম রেডিওতে শোনাচ্ছে নারীদেহকে যথেচ্ছ ভোগ করার কুৎসিত বিজ্ঞাপন। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিকাঠামো গড়ে না তুলেই চালু করা হচ্ছে যৌন শিক্ষা। এর বিষময় ফল বর্তাচ্ছে সমাজের সর্বত্র। পরিবারের অভ্যন্তরে পর্যন্ত মেয়েদের নিরাপত্তা থাকছে না। ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা হচ্ছেন অসংখ্য নারী।

এই পরিস্থিতি এককথায় অসহনীয়। কিন্তু হা হুতাশ করে কোনও প্রতিকার হবে না। দরকার দুর্বার আন্দোলন। সাধারণ মানুষের সামনে আন্দোলন ছাড়া বাঁচার আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। এই আন্দোলনকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান নিয়েই আগামী ৭ মে জেলায় জেলায় হবে বিক্ষোভ অবস্থান, ঘেরাও সহ নানা কর্মসূচি। ১৪ মে কলকাতায় ও শিলিগুড়িতে হাজার হাজার ছাত্র-যুব-মহিলা আইন অমান্য করে উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ তুলবেন এই ভয়ঙ্কর অবস্থার বদল চাই। সরকারকে তারা সেদিন বলে যাবেন এখনও কানে জল না ঢুকলে আরও বৃহত্তর প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবে।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

নদিয়া জেলার দত্তফুলিয়া অঞ্চলের পার্টি সংগঠক কমরেড রাসুতোষ চক্রবর্তী হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৫৬ বছর বয়সে ৩১ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড রাসুতোষ চক্রবর্তী প্রতিবন্ধকতা নিয়েও দলের বক্তব্য সর্বদা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন। সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা দলের কর্মী-সমর্থক ও দরদীদের মধ্যে সৃষ্টি করত অনুপ্রেরণা। দত্তফুলিয়া হাইস্কুলে ২১ এপ্রিল তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত ও অন্যান্যরা। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক বিশিষ্ট কর্মীকে।

কমরেড রাসুতোষ চক্রবর্তী লাল সেলাম

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভাটপাড়া-জগদ্দল অঞ্চলের প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড মদন ঘোষ দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২০ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৫০-এর দশকে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ভাটপাড়া সহ বিভিন্ন শহরে যখন দলের কাজ শুরু হয়, সেই সময় আরও অনেক আদর্শবান ছাত্র-যুবকের সঙ্গে কমরেড মদন ঘোষও দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পুলিশি নির্যাতনে গুরুতর আহত হন। আশেপাশের গ্রামগুলিতে কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠিত করার মাধ্যমে দলের সংগঠন বৃদ্ধির কাজেও তিনি দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে ততটা সক্রিয় না থাকতে পারলেও আজীবন দলের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু কর্মসূচিতেই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবারের সকলকেই তিনি দলের একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত করেছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। এরপর ভাটপাড়া পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহ আনা হয়, সেখানে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান দলের প্রবীণ শ্রমিক নেতা কমরেড কমল ভট্টাচার্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড প্রদীপ চৌধুরী, লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেডস রতন ভৌমিক, শ্রীধর মুখার্জী ও পার্থ ভট্টাচার্য।

কমরেড মদন ঘোষ লাল সেলাম

১ মে নিউ মার্কেটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সভায় বক্তব্য রাখছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

লাঠি চালিয়ে জবাব

একের পাতার পর

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস স্বপন ঘোষ, রতন মুখার্জী, স্বপন ঘোষাল এবং মানব বেরা। 'চিটফান্ড কারবারিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে'— এই স্লোগান দিতে দিতে মিছিল ধর্মতলা অভিমুখে এগোলে পুলিশ রানি রাসমণি রোডে মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানেই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কমিটির সদস্যরা একে একে জেলাগুলির সর্বস্বান্ত আমানতকারী ও এজেন্টদের হাহাকারের ছবি তুলে ধরে ব্লকে ব্লকে, থানায়, এস ডি ও এবং ডি এম দপ্তরে এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ ও আইন অমান্য চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

চার জনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। ইতিমধ্যে বিধানসভার গেটে বিক্ষোভরত ছাত্র-যুব-মহিলাদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জের খবর আসে। বক্তারা বলেন, এ কোন গণতন্ত্রের পীঠস্থান, যেখানে পুলিশ অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারে না, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদকারীদের মাথা লাঠির আঘাতে ফাটিয়ে দিতে পারে। সভায় উপস্থিত জনতা 'শেম শেম' ধ্বনি দিয়ে তাঁদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

ভ্রম সংশোধন

বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলি গার্মেন্টস শ্রমিকদের ভয়াবহ মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ২ মে সারা দেশে যে হরতাল ডেকেছিল, তা বিশেষ কারণে প্রত্যাহৃত হয়। এ সংবাদ পাওয়ার আগেই ৩০ এপ্রিল সকালে গণদাবীর ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য সর্বশেষ খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। সাপ্তাহিক পত্রিকার এই সীমাবদ্ধতা আশা করি সকলেই বুঝবেন।

আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

২৪শে এপ্রিল, বিকাল ৩টায় আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এস ইউ সি আই (সি)-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। গণআন্দোলন ও শ্রেণি আন্দোলন করতে গিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে যে সমস্ত কমরেডরা কারারুদ্ধ হয়েছেন, তাঁরাই জেলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন ও কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডলের প্রস্তাবনায় ও সমর্থনে কমরেড ইউসুফ গায়েনকে সভাপতি নির্বাচন করে সভার কাজ শুরু হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমরেড ইউসুফ গায়েন। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরোকাইত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেডস প্রণব চ্যাটার্জী, রাজারাম রায়মণ্ডল, প্রফুল্ল মণ্ডল, জনার্দন পাল প্রমুখ।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেডস অনিরুদ্ধ হালদার, হরেরাম সরদার, দেবব্রত মণ্ডল ও অরবিন্দ হালদার। সভাপতির ভাষণে কমরেড ইউসুফ গায়েন বলেন, কারাগারের ভিতরে প্রতি বছর আমরা দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে আসছি। আমরা বিশ্বাস করি গণআন্দোলনের অগ্রগতির পথে একদিন শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দলের নেতৃত্বে। কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী বলেন, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার দ্বারা মেহনতি মানুষের মুক্তি আসবে না, তা সম্ভব একমাত্র বিপ্লবের দ্বারা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। এই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন যথার্থ বিপ্লবী দলের। সেই লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কঠিন সংগ্রামের পথে এস ইউ সি আই (সি) দল গড়ে তোলেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ।

প্রধান বক্তা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন, আমরা যারা বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং এ যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য মার্কসবাদী দার্শনিক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ভারতের সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) দলের সাথে যুক্ত, তারা জনসাধারণকে সংগঠিত করে ২৪ শে এপ্রিল দলের এই বিশেষ দিনটিতে একত্রিত হই, সংগ্রামের শপথ নিই এবং সেই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি। ভারতের ২০টি রাজ্যে এই দল ছাত্র, যুবক, মহিলা, শ্রমিক, কৃষকদের নিয়ে গণ আন্দোলন সংগঠিত করছে। এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া বাকি ভোটসর্বস্ব দলগুলি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্য নিয়ে চলছে। অপরদিকে আমাদের দল বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনগুলি পরিচালনার দ্বারা জনগণকে সংগঠিত করছে। প্রচারমাধ্যম এইসব আন্দোলনের সংবাদ দেয় না। তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র শক্তি বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

দিল্লিতে লড়াই করে দাবি আদায় ইস্পাত শ্রমিকদের

ছ'দিন ধরে লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে মালিকের কাছ থেকে দাবি ছিনিয়ে নিল দিল্লির গরমরোলা ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকরা। ২০০০ টাকা মাসিক বেতন বৃদ্ধি, ই এস আই এবং পি এফ-এর সুবিধা সহ সমস্ত সরকারি ছুটির দাবিতে ইস্পাত শ্রমিকরা এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত করমকার একতা কেন্দ্র গঠন করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। ১০ এপ্রিল থেকে ২৬টি কারখানার ৩ হাজার শ্রমিক অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। দাবি আদায়ে শ্রমিকদের একরোখা মনোভাব দেখে অবশেষে ১৬ এপ্রিল মালিক নতি স্বীকার করে এবং ইএসআই, পিএফ ও সরকারি ছুটির সুবিধা সহ প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। গত বছর এভাবেই আন্দোলনের চাপে শ্রমিকরা ১০০০ টাকা বর্ধিত মাসিক বেতনের দাবি আদায় করেছিলেন। আন্দোলনের এই জয়ে শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এ আই ইউ টি ইউ সি দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড ম্যানেজার চৌরাসিয়া, করমকার একতা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক কমরেড কান্তি প্রসাদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নারী নিগ্রহের প্রতিবাদ

ওড়িশার জাজপুরে নিপানিয়া কলেজের এক ছাত্রীর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে ৪ মে ভুবনেশ্বরে রাজ্য সেক্রেটারিয়েট অফিসের সামনে এ আই এম এস এস এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এ আই এম এস এসের রাজ্য নেত্রী বীণাপাণি দাস, ছবি মহান্তি, স্বয়ংপ্রভা নায়ক, বিজয়লক্ষ্মী পাত্র এবং ছাত্রীটির মা সাবিত্রী বেহেরা।

নারীনিগ্রহ বিরোধী কনভেনশন, মতবিনিময় সভা

১৩ এপ্রিল মানিকতলা-কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের 'প্রীতিলতা জন্মশতবার্ষিকী কমিটি'র উদ্যোগে টাকি গভর্নমেন্ট স্কুলে নারী নিগ্রহ বিরোধী মত বিনিময় সভাতে এলাকার বিশিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষক, বিচারপতি এবং সাধারণ মানুষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক অনিল কুমার ঘোষের সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা বলেন, বিপজ্জনক হারে বেড়ে চলা নারী নিগ্রহ ঠেকানোর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অবশ্যই দরকার অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস। ছোট ছোট প্রতিবাদী কণ্ঠই সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের রূপ নিতে পারে। এক নির্যাতিতা মহিলার জন্য সুবিচার চেয়ে লড়াই করছেন এবং নিজে নির্যাতিতা হয়ে, প্রশাসনের সাহায্য না পেয়েও রুখে দাঁড়িয়েছেন এমন দু'জন মহিলা তাঁদের প্রত্যক্ষ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বলেন। প্রশাসন এবং আইনি ব্যবস্থা যে বহু ক্ষেত্রেই নির্যাতিতাদের পাশে না দাঁড়িয়ে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করে এই সত্য উঠে আসে তাঁদের কথায়। বিশিষ্ট চিকিৎসক বিজ্ঞান বেরার বক্তব্যের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে রুবি মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউটে ২৭ এপ্রিল একটি নারী নিগ্রহ বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন রাজ্য নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির অন্যতম সদস্যা শিক্ষিকা প্রেম শর্মা। তিনি নারী নির্যাতন বৃদ্ধির জন্য দায়ী সামাজিক কারণগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। জাকারিয়া স্ট্রিট ও সংযুক্ত এলাকা থেকে সমাজ সচেতন বহু মানুষ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে অনুশ্রী আখতারকে সভানেত্রী, শাকিলা খাতুনকে সহ সভানেত্রী এবং রানি হুরমত পারভিনকে সম্পাদিকা করে 'মহিলা সুরক্ষা কমিটি' গঠিত হয়।

২১ এপ্রিল বরানগরের যমুনা ভবনে একটি মত বিনিময় সভায় প্রায় ১৫০ জন নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন মহাদেব দে। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কণ্ঠেই ছিল উদ্বেগ। প্রত্যেকেরই যে নিজ নিজ এলাকায় এ বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে কিছু ভূমিকা ও উদ্যোগ নেওয়া উচিত একথা সকলেই বলেন।

এলাহাবাদে ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ

দিল্লিতে পাঁচ বছরের শিশুকন্যার ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে অন্যান্য রাজ্যের মতো উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে সুভাষ চৌরাহায় ১ মে এআইএমএসএস, এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-যুব-মহিলা-শিক্ষক সহ বহু সাধারণ মানুষ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এমএসএস-এর উত্তরপ্রদেশ ইউনিটের আহ্বায়ক রশ্মি মালব্য এবং অন্যান্যরা।

ত্রিপুরায় ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

সম্প্রতি ত্রিপুরার চেলাগাং-এ ছয় বছরের একটি শিশুকন্যার ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ২৯ এপ্রিল এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও-র যৌথ উদ্যোগে কর্ণেল চৌমোহনী থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বটতলায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড অমর দেবনাথ এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

আদিত্যপুরে এম এস এস-এর বিক্ষোভ

২২ এপ্রিল ঝাড়খণ্ডের আদিত্যপুরে আকাশবাণী চকে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয় এ আই এম এস-এর উদ্যোগে। দিল্লিতে ৫ বছরের বালিকার উপর গণধর্ষণের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড লিলি দাস বলেন, এ সমস্ত ঘটনা বেড়ে চলার কারণ বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজ। যে সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দিতে পারে, তারা যে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারে না, তা পরিষ্কার। অন্যান্য মহিলারাও সভায় বক্তব্য রাখেন।

নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদ চলছে

বরানগর, কলকাতা। ২১ এপ্রিল | আগরতলা, ত্রিপুরা। ২৯ এপ্রিল | মাইশোর, কর্ণাটক। ২০ এপ্রিল | এস এস কে এম মেডিকেল কলেজ। ২৩ এপ্রিল

পুঁজিবাদ মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক শোষণই করছে না, মনুষ্যত্বকেও ধ্বংস করছে

গুয়াহাটির জনসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৬৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গুয়াহাটির জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য বক্তা ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য প্রখ্যাত জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন দলের আসাম রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্র নাথ কাকতি। শুরুতে পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা এবং সেই প্রেক্ষাপটে কর্তব্য নির্ধারণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি বলেন, এই দিনটিতে আমরা ভারতবর্ষে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগ্রামকে আরও তীব্রতর করার সংকল্প গ্রহণ করি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত। এর ব্যাপকতা ও গভীরতা এতটাই যে ১৯৩০ সালের ইতিহাসখ্যাত মহামন্দা থেকে কম ভাববার কোনও কারণ নেই। আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন অগ্রসর পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ —গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইতালি —যারা এক সময় বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ চালিয়ে নিজেদের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল, এই মন্দার কবলে পড়ে তারা আজ কাঁপছে। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। সেখানকার কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছে। তিনি বলেন, যে আমেরিকা-ইউরোপে ১৫-২০ বছর আগেও প্রতিবাদ, মিটিং-মিছিলের রেওয়াজ ছিল না, আজ সেখানে রাজপথে প্রতিবাদ, মিটিং-মিছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শুধু প্রতিবাদই নয়, রাস্তায় পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে চলছে লড়াই। আমেরিকার সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, ইত্যাদি জনস্বার্থমূলক খাতে আগে যেটুকু ব্যয় করত, এখন দেনার দায়ে খরচ কমানোর অজুহাতে এই সমস্ত ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই করছে। নিজস্ব আয়ের দ্বারা সরকার চালাতে পারছে না, শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন সময়মতো দিতে পারছে না। ফলে দেশ চালাতে ঋণের পর ঋণ করতে হচ্ছে। যে আমেরিকা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঋণদাতা, আজ সে-ই বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ। ইউরোপের পরিস্থিতিও একই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যাদের একদিন বিশ্বের শক্তিশালী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে পরিচিতি ছিল তাদের অর্থনীতিও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। একটার পর একটা দেশ দেউলিয়া হচ্ছে।

ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। চরম দারিদ্র, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে 'জবলেস গ্রোথ' বলে একটা কথা চালু হয়েছে। এর অর্থ কী? গ্রোথ মানে হচ্ছে জনসাধারণের জীবন জীবিকার উন্নয়ন। যদি কাজই না থাকে তাহলে গ্রোথ হয় কীভাবে? ফলে এটা পুঁজিবাদীদের সৃষ্ট একটা অদ্ভুত স্ববিরোধী কথা। পুঁজিপতিরাই শোষণ করে করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে বা প্রকৃত আয়কে প্রায় শূন্যে নিয়ে এসেছে। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ক্ষমতা নেই। তাই উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি হয় না। ফলে শিল্পপতিরা উৎপাদন কমাচ্ছে। এই অবস্থায় পুঁজিপতিরা আশ্রয় নিচ্ছে ফাটকাবাজির, দুর্নীতির। ২০০৮ সালে আমেরিকার সাবপ্রাইম ক্রাইসিসের কথা অনেকেরই মনে আছে। সে তো ছিল এই ফাটকারই পরিণাম। ফাটকাবাজির অবশ্যম্ভাবী পরিণামে ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হচ্ছে। আবার পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার সংকট থেকে উদ্ধার করতে সরকারি তহবিল থেকে জনগণের টাকা পুঁজিপতিদের ভরতুকি দিচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করে, নতুন কলকারখানা গড়ে তুলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ক্ষমতা পুঁজিবাদের আজ আর নেই। আমেরিকার মতো অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের যদি না থাকে তবে অন্য কোন পশ্চাৎপদ বা উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশের থাকবে? থাকা কি সম্ভব?

কৃষির অবস্থাও একই। শিল্পোৎপাদনের হার কমতে থাকলে কৃষি উৎপাদন বা প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করার কোনও তাগিদ থাকে না। কারণ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষি। তাহলে শিল্প নেই, কৃষিও নেই। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নির্বাহ হবে কোন পথে তার হদিশ দিতে পুঁজিবাদ আজ অক্ষম। ফলে এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই ৯০/৯৫ ভাগ মানুষের জীবনে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। তথাকথিত শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আজ আর নেই। সর্বত্রই কাজের সন্ধানে যাযাবরের মতো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে বেঁচে থাকার পথ না পেয়ে অনৈতিক পথে জীবনধারণের দিকে ঝুঁকছে। চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। কে কাকে কীভাবে ঠকিয়ে বাঁচতে পারে এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পতিতালয়ে দেহ বিক্রি করে বেঁচে থাকার চেষ্টা বাড়ছে। ইউরোপ আমেরিকার প্রতিটি দেশেই নারীরা আজ ধনীদের ভোগ্যসামগ্রী। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে পুঁজিবাদ ফিরে আসার পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সব আবিলতা জনগণকে গ্রাস করছে। হাজার হাজার মেয়েরাও আজ দেহ বিক্রির জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। কারণ বেঁচে থাকার অন্য কোনও সুস্থ পথ তারা তাদের দেশে খুঁজে পাচ্ছে না। অর্থনৈতিক সংকটের চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যেও একমাত্র উচ্চ জ্ঞান-সংস্কৃতি থাকলেই একজন মানুষ, ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে পারে কিন্তু অনৈতিক কাজ করবে না। এই সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে কোথায়?

দেশের অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা কত ব্যাপক তা তো সরকার নিযুক্ত অর্জুন সেন কমিটির রিপোর্টই দেখিয়ে দিয়েছে। এই রিপোর্ট বলছে, দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের দিনে ২০ টাকার বেশি খরচ করার সামর্থ্য নেই। অথচ চাল, ডাল সহ সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি সাধারণ চালের দামও ২৫-৩০ টাকা কেজি। মানুষ বেঁচে থাকবে কী করে! বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বাস্তব সত্য হল, পূর্ণ বেকার, অর্ধ বেকার ও প্রায় বেকার মিলে জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশেরই প্রকৃত অর্থে কোনও কাজ নেই। কোথাও একটা নতুন শিল্প গড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত নেই। রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর, বোকারো এই সব স্টিল প্ল্যান্টে ৩০-৪০ হাজারেরও বেশি শ্রমিকের চাকরি হয়েছিল, আজ তেমন শিল্প গড়ে উঠছে কোথায়? রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভেল, ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট এর মতো শিল্পগুলোতে ৪০/৫০ হাজার কর্মচারী নিয়োগ হয়েছিল। আজ এ রকম শিল্প গড়ে ওঠা দূরের কথা, ৫০/১০০ জনের নিয়োগ হতে পারে এমন ইন্ডাস্ট্রিও তো প্রায় গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিন একটার পর একটা শিল্প বন্ধ হচ্ছে। যে দু-একটা গড়ে উঠছে তাও উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর। বাস্তবে সেগুলোতে বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন নেই। যে কারখানায় কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করছে সেখানে সামান্য কিছু শ্রমিক রেখে বাকিদের কীভাবে কর্মচ্যুত করা যায় তার চেষ্টাই করছে পুঁজিপতিরা। স্থায়ী শ্রমিক আজ বলতে গেলে প্রায় নেই, সব ঠিকা শ্রমিক। শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার সব ক্ষেত্রে চলছে ঠিকা ভিত্তিক নিয়োগ। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, যে কোনও মুহূর্তে চাকরি চলে যেতে পারে। আর চলে গেলে এদের আন্দোলন করার, সংগঠন করার অধিকারটুকুও নেই। পুঁজিপতিরা তা কেড়ে নিয়েছে। রেল থেকে শুরু করে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সরকার যে সমস্ত চাকরি সৃষ্টি করেছিল, সর্বত্র চলছে ছাঁটাই, কর্মী সংকোচন।

দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই তীব্র সংকট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে তার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটা মূল কথা ছিল নির্বাচন হবে অবাধ ও মুক্ত। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে সেই দল সরকার গঠন করবে। কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে বারবার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই সরকার চালাচ্ছে। এটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে কোনও দলেরই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নেই। বর্তমান সরকারও সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাও ৩-৪ জন নয়, প্রায় শতাধিক সদস্য কম হওয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু শাসন করছে প্রায় একনায়কত্বের মতো। তারা জনসাধারণের মাথায় প্রতিদিন আঘাত হানছে। নতুন নতুন করের বোঝা চাপাচ্ছে, জনসাধারণের আর্থিক সুযোগ সুবিধা ছাঁটাই করছে। পেট্রল, ডিজেল, রেলের ভাড়া, মারাত্মক হারে বৃদ্ধি করছে। সরকারি শিল্পোদ্যোগ, পরিষেবা ক্ষেত্র সবই ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এসব জায়গায় বহুজাতিকরা এসে প্রথমেই শ্রমিকের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে কর্মহীন হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ।

কেন্দ্রীয় সরকার 'এনরেগা'র অধীনে ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার কথা বলছে। সেটাও পাচ্ছে কত জন, কত দিন? কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, দু'টাকা কেজি দরে প্রতি মাসে ৭ কেজি চাল দেবে। সরকার ৭ কেজি চাল দিয়ে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিল (ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি বিল)-এর কথা বলছে। মাসে ৭ কেজি চাল দিয়ে খাদ্যের নিরাপত্তা— এ সব তো স্রেফ ধোঁকাবাজি। দেশের কর্মক্ষম মানুষ শ্রম করে জীবন ধারণ করতে চায়। তাদের শ্রমের কোনও ব্যবস্থা না করে ১০০ দিনের কাজ, ৭ কেজি চাল এসব দয়া দাক্ষিণ্যের কথা বলে শুধু তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনকেই এরা অসম্ভব করে তুলছে তা-ই নয়, তাদের হীন করে তুলছে।

অন্য দিকে, পুঁজিপতি শ্রেণির দলগুলি প্রতিনিয়ত ভাঙছে, আবার নতুন কিছু দল গড়ে উঠছে। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নেই। কেন নেই? মূল কারণ অর্থনৈতিক সংকট। জনজীবনে অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা যতই বাড়ছে, রাজনৈতিক দলগুলো ততই জনসাধারণের বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছে। নির্বাচনে একদল অন্য দলকে দোষারোপ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। ক্ষমতাসীন দলকে জনগণ দ্বিতীয়বার ভোট দিতে চাইছে না। এই অবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির চক্রান্ত হচ্ছে জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়া দলকে সরিয়ে অন্য দলকে সামনে নিয়ে আসা। এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বলবে, জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে। পুঁজিপতিশ্রেণি পত্র-পত্রিকা রেডিও-টেলিভিশন সহ সমস্ত প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ভোট আদায় করে নতুন দলকে ক্ষমতায় বসাবে। ক্ষমতায় বসেই সেই দলও একইভাবে কাজ করবে, একই ভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং জনসাধারণকে নিঃস্ব করবে। এ ভাবেই চলছে পুঁজিপতি শ্রেণির খেলা, ছল-চাতুরি, ধূর্ততা। কংগ্রেস, বিজেপি, বিএসপি, সমাজবাদী পার্টি, এই সব ভোটসর্বস্ব দলগুলি তো পুঁজিপতিশ্রেণির চিহ্নিত দল। অর্থনৈতিক প্রশ্নে এদের মধ্যে কী পার্থক্য? পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থরক্ষা করা আর জনসাধারণকে টুঁটি চেপে মারার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তামিলনাড়ুতে করুণানিধির শাসন আর জয়ললিতার শাসনকালে জনসাধারণের অবস্থার কি কোনও পার্থক্য ঘটেছে? তা হলে দেখুন, একটা শক্তিশালী প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে পুঁজিপতিশ্রেণি জনসাধারণকে কীভাবে বিভ্রান্ত করছে। উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনা না থাকার জন্য জনসাধারণ এদের আসল চরিত্র চিহ্নিত করতে না পেরে, এদেরই মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে শত্রুকেই বন্ধু বলে গণ্য করছে এবং ক্ষমতাসীন হতে সাহায্য করছে। এই হচ্ছে ভারতের চলমান রাজনীতির উৎকট রূপ। অনৈতিক সংকটের তীব্রতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাথে বাড়ছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইবাজি, দুর্নীতি, ঠগবাজি।

এই যে সারদা-কাণ্ড হয়ে গেল, এরকম চূড়ান্ত ক্রিমিনাল, ঠকবাজ

ছয়ের পাতায় দেখুন

মালিকী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান নিয়ে পালিত হল মে দিবস

ঐতিহাসিক মে দিবস। কোটি কোটি শ্রমিকের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে গেছে মে দিবস। ছেঁড়া কানি পরে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে শ্রমিক শ্রেণি। আর মালিক ঘরে তুলছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। সমাজে দুটি শ্রেণির মধ্যে সম্পদের ফারাক আকাশচুম্বী হয়ে চলেছে প্রতিদিন। চূড়ান্ত শোষণ শ্রমিক জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির লড়াইয়ে উদ্দীপনা এনেছে মে দিবসের সংগ্রামের ইতিহাস।

হাজরা মোড়। কলকাতা

দীর্ঘ উনবিংশ শতক জুড়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে ৮ ঘন্টা কাজের সময়ের দাবিতে লড়াই করেছে আমেরিকা, ইউরোপ জুড়ে। ১৮৮৬ সালের ১ থেকে ৪ মে শিকাগোর শ্রমিকরা মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বহু শ্রমিক মালিকের গুণ্ডাদের হাতে মারাত্মক জখম হয়। পুলিশ হত্যা করে ছ'জন শ্রমিককে। পরবর্তী দিনের লড়াইয়ে আরও চার জন শ্রমিকের মৃত্যু হলে শ্রমিকরাও প্রতিআক্রমণে যায়। ঘটনায় পুলিশের মৃত্যু হলে বিচারে সংগ্রামী শ্রমিক নেতা পার্সন্স, স্পাইজ, ফিসার এবং এঙ্গেলের ফাঁসি হয়ে যায়। মালিকের এই আক্রমণ শ্রমিক শ্রেণিকে লড়াইয়ের ময়দানে আরও বেশি বেশি করে টেনে আনে।

মালিক আজ আরও অনেক বেশি আক্রমণ শানাচ্ছে শ্রমিকের বিরুদ্ধে। কত কম মজুরিতে কত বেশি খাটানো যায় বিশ্ব জুড়ে তার প্রতিযোগিতায় নেমেছে মালিক শ্রেণি। কাজের কোনও স্থায়িত্ব নেই। নিরাপত্তা নেই। মালিক এবং তার পেটোয়া শ্রমিক সংগঠন ক্রমাগত প্রচার চালাচ্ছে কারখানার উৎপাদন সচল রাখতে হবে। সেটাই শ্রমিক শ্রেণির মহান দায়িত্ব। তাই শোষণ নির্যাতন চরম আকার ধারণ করলেও নাকি মালিকের সাথে আপস রফায় যেতে হবে শ্রমিককে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিককে সচেতন করার দায়িত্ব সঠিক মার্কসবাদী শ্রমিক সংগঠনের। এ দেশে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এ আই ইউ টি ইউ সি। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া শ্রমিকের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু আর্থিক দাবি পূরণের মধ্য দিয়েই শ্রমিক জীবনের মূল সমস্যা মিটবে না। ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতো একদিকে মজুরি সামান্য বাড়লেও জিনিসের দাম বাড়ছে অনেক বেশি। তাই মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ের পাশাপাশি শ্রমিককে বুঝতে হবে পুঁজিবাদী সভ্যতার মূল সমস্যা। মালিকি ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে যতদিন শ্রমিক উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিক না হচ্ছে, ততদিন সমস্যার চরিত্র বদলাবে না। তাই শ্রমিক আন্দোলনকে কমিউনিজম শিক্ষার কেন্দ্র বলে প্রত্যেক মার্কসবাদী নেতৃত্ব অভিহিত করেছেন। মে দিবসের প্রত্যেক শ্রমিক সমাবেশে এই কথাগুলি বলেছেন এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃবৃন্দ।

গাইঘাটা। উত্তর চব্বিশ পরগণা

এই সংগঠন মে দিবসে দেশের নানা প্রান্তে কল কারখানার গেটে, বাজার-গঞ্জ, শহরের রাজপথে শ্রমিক সংগঠন মিটিং করেছে। ব্যানার ফেস্টুনে সুসজ্জিত মিছিল সংগঠিত করেছে। আয়োজন করেছে মে দিবসের বিশাল সমাবেশ, রক্ত পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদানের। দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া

সুরাট। গুজরাট

ইউ টি ইউ সি-র দিল্লি শাখার শ্রমিকরা অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সাথে রামলীলা ময়দান থেকে চাঁদনি চকে টাউন হল পর্যন্ত মিছিল করে। সেখানে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড আর কে শর্মা। হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এই দিন সুসজ্জিত মিছিল হয় দিনোদ গেট থেকে নেহেরু পার্ক পর্যন্ত। আশা কর্মী, মিড ডে মিল শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক সহ নারী শ্রমিকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড রামফল সুহাগ, ধরমবীর সিং, প্রভীনলতা সহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ। গুজরাটের সুরাটে যেখানে ৮০ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত, বস্ত্র,

ভিওয়ানি। হরিয়ানা

হীরে কারখানায় যাঁদের বেশিরভাগ উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন, তাঁদের নিয়ে এস ইউ সি আই সি (সি)-র নেতৃত্বে মে দিবসের সমাবেশ সংগঠিত হয় পাণ্ডেশারায়। সুরাটের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এখানে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলাতেই এবার মে দিবসের সমাবেশ, মিছিল করা হয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে। কলকাতার হগ মার্কেটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। কলকাতা জেলার কেন্দ্রীয় সমাবেশটি হয় হাজরা মোড়ে। বক্তব্য রাখেন শ্রমিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ এবং এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড করুণা ভট্টাচার্য। এছাড়াও হালি জুটমিল, এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ, কলকাতা পোর্ট এলাকায় ৪ নং ব্রিজ, বজবজ রোডের মাসার্স লিমিটেড, সিস্টার অফ মার্সি হাসপাতালের গেট, জোকা হাসপাতালের গেট, বেহালায় কমার্সিয়াল কার ড্রাইভার ইউনিয়ন, রিকো কারখানা, সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক উন্নয়ন ভবন ইত্যাদি স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বারুইপুর বিড়ি শ্রমিক, বিষ্ণুপুর এলাকার নির্মাণ ও বিড়ি শ্রমিকরাও মে দিবস উদযাপন করেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসেও মে দিবস উপলক্ষে সভা হয়। এই সভাগুলিতে কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র উত্তর দিনাজপুর জেলার পক্ষ থেকে এই দিন সহস্রাধিক শ্রমিক মিছিল করেন। মোটরভ্যান, নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের পর ইনস্টিটিউট লনের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সনাতন দত্ত সহ এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃবৃন্দ। বালুরঘাটে মে দিবসের সমাবেশ হয়। উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস উদযাপিত হয়েছে। শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে ব্যারাকপুর, বসিরহাট, কাগাঁ ও গাইঘাটায়।

চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

বাঁকুড়া। ২৯ এপ্রিল

২৯ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে জলপাইগুড়ি কদমতলা মোড়ে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। চিট ফান্ডের দুই শতাধিক আমানতকারী ও গ্রাহক এখানে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। এরপর এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে ডি এম-এর কাছে স্মারকলিপি দেয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, তাঁরা এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করছেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

বালুরঘাট । ৩০ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (সি)-র বাঁকুড়া জেলা কমিটির নেতৃত্বে ২৯ এপ্রিল প্রায় শতাধিক বিক্ষোভকারী শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার পর ডি এম অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ চলার পর চার জনের প্রতিনিধিদল সমস্ত চিট ফান্ডকে বেআইনি ঘোষণা করা, সারদা কাণ্ডে সি বি আই তদন্ত এবং জনসমক্ষে চিট ফান্ডগুলির তালিকা প্রকাশ সহ সাত

বারুইপুর। ২২ এপ্রিল

দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি ডি এম-এর নিকট পেশ করে। নেতৃত্বের তরফ থেকে গ্রাহক ও এজেন্টদের যুক্ত করে কমিটি গঠন করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস স্বপন নাগ, বিদ্যুৎ শীট এবং অসিত মণ্ডল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে ২২ এপ্রিল চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

গুয়াহাটির জনসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

চারের পাতার পর

কোম্পানি তো একটা নয়, শত শত সারদায় ভর্তি হয়ে গেছে দেশ, প্রকাশ্য দিবালোকে ঠকবাজি করে জনগণের শেষ সম্বলটুকুও শুষে নেওয়ার জন্য। লাখ লাখ গরিব মানুষের কষ্টার্জিত ধনের সিংহভাগ এই সমস্ত ঠগবাজ কোম্পানি আত্মসাৎ করছে সরকারের ছত্রছায়াতেই। সরকারের নাকের ডগায়, সরকারকে হাত করে ওরা জনগণকে বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করছে। ২০ টাকাকে ৩ মাসে ৩০০ টাকা বানিয়ে দেওয়ার লোভ দেখাচ্ছে। চরম দারিদ্র আর অজ্ঞতার জন্যই জনগণ এদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। এভাবেই জনসাধারণের টাকা ওরা লুণ্ঠন করছে আর সেই টাকা মন্ত্রী আমলাদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে চিট ফান্ডের এই আক্রমণ চলছে এবং সবচেয়ে গরিব মানুষরা এর শিকার হচ্ছেন।

শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রও বিপন্ন। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি অতি জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে পিছনে ফেলে ধর্ষণের বিপদ ভারতের সকল রাজ্যের জনগণের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কী বীভৎস রূপ নিয়েছে এই সমস্যা দেখুন। দেড় বছরের শিশু কন্যাকে পিতা ধর্ষণ করছে। পাঁচ বছরের মেয়েকে দলবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ করে মেরে ফেলছে। এধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটছে প্রতি ঘন্টায়। এ ক্ষেত্রে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে দায়ী করা বড় কথা নয়। কোন পরিবেশে এই ঘটনা ঘটছে সেটাই বড় কথা। ধর্ষণ তো সমাজের আদিম স্তরে ছিল না। এমনকী পশু পক্ষীর মধ্যে ধর্ষণ নেই। কিন্তু আজ কেবল ভারতবর্ষই নয়, সমস্ত বিশ্বে যে বলাৎকারের ঘটনাগুলো ঘটছে তা কী নির্দেশ করছে? সমাজে মানুষের নৈতিকতার কতটা অধঃপতন হলে এ রকম জঘন্য ঘটনা ঘটতে পারে। এই অধঃপতনের জন্য বিজ্ঞানের যুগে কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তাকে দায়ী করা চলে কি? চলে না। বিশেষ ঘটনার বিশেষ কারণ থাকে। সেটা অনুসন্ধান করার রাস্তাটা আমাদের দেখিয়েছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করেই দেখা যায়, পুঁজিবাদ মানুষকে কেবল অর্থনৈতিকভাবেই শোষণ করছে তাই নয়, মনুষ্যত্বের অবশিষ্টটুকুও ধ্বংস করে। এই সতর্কবাণী মহান কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালেই দিয়েছিলেন। মূল্যবোধ, নীতিবোধ, আদর্শবোধ, সৌন্দর্যবোধ সমস্ত কিছুকেই পুঁজিবাদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। মানুষকে জন্তু বানানোর জন্য সমস্ত দিক থেকে চেষ্টা চলছে। শিক্ষা সংকোচন করছে, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, যৌনশিক্ষা দিচ্ছে। মানুষকে যৌনতার নিকৃষ্টতম দাসে পরিণত করছে। এর কারণ একটাই। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষ যাতে একজনও না থাকে, সংঘবদ্ধ আন্দোলন যাতে সৃষ্টি না হয়। পুঁজিবাদকে শত্রু হিসাবে চিনিয়ে দিতে এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে সক্ষম একজন মানুষও যাতে না থাকে।

ভারত সহ বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিদ্যমান আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, সমাজ জীবনে সংকটটাই সব নয়, এর বিপরীতটাও, অর্থাৎ অ্যান্টি থিসিসও বিদ্যমান। প্রতিটি দেশের পুঁজিপতিদের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন প্রতি মুহূর্তে যতই বাড়ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখী মানসিকতারও জন্ম হচ্ছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মানুষ তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী পরিস্থিতির প্রতিবিধান চেয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। সেখানে যুদ্ধের নামে কোটি কোটি ডলার খরচ করার বিরুদ্ধে স্লোগান উঠছে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, গ্রিস, জার্মানি, ইতালি সব দেশেই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে, সরকারি সুযোগ সুবিধা বাতিলের বিরুদ্ধে রাস্তায় প্রতিদিন আন্দোলন চলছে। আরব, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও মানুষ পরিবর্তন চেয়ে রাস্তায় নামছে। সব দেশেই নির্বাচনে অর্থনৈতিক প্রশ্নটাই প্রধান ইস্যু হচ্ছে। পুঁজিপতিদের শোষণে সর্বস্বান্ত সাধারণ মানুষ বাঁচার পথের সন্ধানে অস্থির হয়ে উঠছে। বিশ্বব্যাপী এই যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বিক্ষোভ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ছে, যে রূপেই থাকুক, নিঃসন্দেহে তা আঁধার রাতের অবসানের রূপোলি রেখা। যদিও এই আন্দোলনগুলির নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই আন্দোলনগুলির সবকটিই যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে এমনটা নয়। জনসাধারণের এই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকে শাসকগোষ্ঠী বিভাজনবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, গোষ্ঠী সংঘর্ষ ইত্যাদি উস্কে দিয়ে ধূর্ততার সাথে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষেও লিপ্ত হচ্ছে। এটা পুঁজিপতি শ্রেণির মারাত্মক ষড়যন্ত্র। আসামের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে বোড়ো, রাভা, হিন্দু-মুসলিম, তথাকথিত বাংলাদেশির বিরুদ্ধে আসামে যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ চলছে, আন্দোলন চলছে, সেগুলি সঠিক পথে, সঠিক দাবিতে হচ্ছে না, এ কথা ঠিক। কিন্তু এই গোষ্ঠী সংঘর্ষই হোক বা তথাকথিত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধেই হোক তার মূল কারণ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। পুঁজিবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বাঁচার দাবিতে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার চিন্তা থেকে যখন লড়াই করতে চাইছেন তখনই তাকে বিপথগামী করে একটি গোষ্ঠীকে আর একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলোই প্রমাণ করছে অর্থনৈতিক চিন্তা মানুষকে বসে থাকতে দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতি আজ জাতীয়, আন্তর্জাতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই।

এই সংকটময় পরিস্থিতির অবসান কোন পথে, সে সম্পর্কে বিশদে আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক নৈতিক— সমস্ত ক্ষেত্রে এই সংকটের মূল কারণ পুঁজিবাদ। কীভাবে পুঁজিবাদ এই সংকটের কারণ তা চিহ্নিত করে তাকে নির্মূল করার প্রস্তুতি গড়ে তোলা প্রতিটি দেশে প্রতিটি বিপ্লবীর কর্তব্য। প্রতিটি দেশের মানুষ এই শোষণ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে, বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠছে। কেউ সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হচ্ছে, কেউ গলায় দড়ি দিচ্ছে, আবার কেউ কিছু পরিমাণে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদের চেষ্টা করছে এবং সঠিক পথ না পেয়ে ভুল টার্গেট করছে। অর্থাৎ শ্রেণিশত্রু নির্ধারণে তাদের ভুল হয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে নির্যাতিত মানুষের বেঁচে থাকার এই সংগ্রাম কোন পথে গড়ে উঠবে, সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি কী হবে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আজকের দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতেই সেটা গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে দেশে দেশে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা এবং তার নেতৃত্বে জনসাধারণকে সংগঠিত করে সচেতন গণসংগ্রাম, শ্রেণিসংগ্রাম পরিচালনা করে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এই পথে বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ হয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বর্তমান এই অসহনীয় পরিস্থিতির অবসান সম্ভব। ভোটের মাধ্যমে যে এই পরিবর্তন অসম্ভব সেটা জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন কামনা করছেন। কিন্তু পরিবর্তনের সঠিক পথ ও পরিস্থিতির যথার্থ উপলব্ধি তাদের মধ্যে জন্ম দিতে হবে। অর্থাৎ সেই উপলব্ধি জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই সর্বব্যাপক জ্ঞানচর্চার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, একটা নতুন আদর্শের জন্ম দিতে হবে যার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবে।

ভারতের বুকে ছোট-বড়, জাতীয়-আঞ্চলিক সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, এমনকী মেকি মার্কসবাদী পেটিবুর্জোয়া দলগুলি আজ কোনও রাখ-ঢাক না রেখে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করছে। বিপরীতে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি রাজ্যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে নির্ভীকভাবে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য লৌহমানবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, প্রতিদিন এই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উন্নতমনা, হৃদয়বান, মেধাবী ছেলেমেয়েরা, ছাত্রযুবকরা, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত সংগ্রাম পদ্ধতি অনুসরণ করে যেখানেই সংগ্রাম গড়ে উঠছে সেখানেই পুঁজিবাদের পক্ষে থাকা সব বুর্জোয়া দলগুলি কেঁপে উঠছে। আমাদের দলকে একঘরে করে পিষে মারার জন্য একত্রিত হয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। পুঁজিবাদের অন্যায় অত্যাচার যত বাড়ছে বিপরীতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সূর্যোদয় ঘটছে। দেশের ভেতর এই সংগ্রাম যত ত্বরান্বিত হবে, যত শক্তিশালী হবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়বে। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করে দেশের বুকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যেকের সৃজনশীল ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করে এগিয়ে আসার জন্য কমরেড ভট্টাচার্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

পাশ-ফেল তুলে দিলে শিক্ষার যে সর্বনাশ হবে, এ কথা একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) আগাগোড়া বলে আসছে

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা বাতিল করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত একটি কমিশন। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের প্রাক্তন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিব্বলের আমলে তাঁর মস্তক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবার অজুহাতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়েছিল এবং ভবিষ্যতে দশম শ্রেণি ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষাকেও ঐচ্ছিক করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল।

এ কথা একজন স্কুল ছাত্র এমনকী শিক্ষাবঞ্চিত মানুষও বোঝেন যে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার যদি সত্যি সুনিশ্চিত করতে হয় তবে প্রথমে চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক সহ পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল। চাই পঠন-পাঠনের এমন পরিবেশ যেখানে প্রতিটি শিশুকে উপযুক্ত পরিচর্যা করা ও নজর দেওয়া যায়, যাতে সকলেই যোগ্যতা মান অর্জন করতে পারে। সকলের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রকৃতই আগ্রহী হলে সরকারের আর একটি কাজ থাকে। তা হল প্রতিটি শিশুর পরিবারের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ন্যূনতম সংস্থান সুনিশ্চিত করা। কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে কেন্দ্র কিংবা রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারগুলি এই কর্তব্য পালন করেনি। শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত ছাঁটাই করা হয়েছে। যার পরিণামে সরকার পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোটিই ধুঁকছে। হাজার হাজার স্কুলের মাথার উপর ছাদ পর্যন্ত নেই। এইসব সমস্যার প্রকৃত সমাধানে ন্যূনতম উদ্যোগ না নিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়াকেই সর্বরোগহর মহৌষধ হিসাবে হাজির করেছে সরকার।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও এবং একমাত্র রাজনৈতিক দল এস ইউ সি আই (সি) তীব্র প্রতিবাদ করে আন্দোলন গড়ে তুলেছে সারা দেশে। দেশের শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষাবিদদের এক বিরাট অংশ এই নীতির বিরোধিতা করেছেন। এতকিছু সত্ত্বেও সরকার কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি, পাল্টায়নি জনবিরোধী এই সিদ্ধান্ত। বরঞ্চ পাশফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে শিক্ষা ক্ষেত্রে 'যুগান্তকারী' পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে প্রচার ও বিজ্ঞাপনে ব্যয় করেছে সরকারি কোষাগারের বিপুল পরিমাণ অর্থ। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতি হচ্ছে এ কথা স্বীকার করা ও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা সম্প্রতি বলা হলেও এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে সরকারের কর্তাব্যক্তি তথা কপিল সিব্বলদের এ কথা জানা ছিল না।

তারা জেনেশুনেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা বিশেষ কারণে। সকলেই জানেন, পুঁজির সীমাহীন শোষণের পরিণামেই দুনিয়াজোড়া বাজার সংকট। শিল্প-বাণিজ্যে লালবাতি জ্বলছে। বিনিয়োগ আর মুনাফার নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পেতে পুঁজি মালিকরা মরিয়া। সেই কারণেই সরকারি শিক্ষার সলিল সমাধি ঘটিয়ে বেসরকারি শিক্ষার সিংহদুয়ার খুলে দেওয়া। যাতে বুর্জোয়ারা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করতে পারে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই ড্রপ-আউট কমানোর অজুহাত তুলে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার মসনদে বসার পরেই সিপিএম সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি এবং পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল। যার ফলে গরিব মানুষের জন্য সরকার পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। গজিয়ে উঠেছিল অসংখ্য ব্যয়বহুল বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল। গরিব নিম্নবিত্তের শিক্ষাকে কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কৌশলে খুলে দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার পথ। এই ধূর্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষাবিদদের যুক্ত করে দীর্ঘ ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফলে অন্তত শিক্ষার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের জনমত সিপিএম ফ্রন্টের বিরুদ্ধে চলে যায়। সিপিএম বাধ্য হয় প্রাথমিকে ইংরেজি চালু করতে। কিন্তু পাশ-ফেল চালু করেনি। এ রাজ্যে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পিছনে সিপিএমের দৌরাত্ম্য, দলবাজি, দুর্নীতি, মালিক তোষণ, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে হত্যা ও গণধর্ষণ কাণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সাথে চূড়ান্ত জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতি জনসাধারণের চূড়ান্ত বিরূপ মনোভাবও এর অন্যতম প্রধান কারণ।

রাজ্যের মানুষ আশা করেছিল পরিবর্তনের সরকার সর্বস্তরের মানুষের মতকে সম্মান জানিয়ে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তন করবে। কিন্তু পরিহাস হল, মালিক শ্রেণির ইচ্ছা ও নির্দেশকে শিরোধার্য করে তারাও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এর বিরুদ্ধে গত বছর সেপ্টেম্বরেই ছাত্রমিছিল থেকে সরকারকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। সরকার শোনেনি। ফলে এখন প্রয়োজন তীব্র ও লাগাতার আন্দোলন।

মৃত্যুপথযাত্রী মার্কিন সেনার চোখে ইরাক যুদ্ধ

(টমাস ইয়ং। এক সাধারণ মার্কিন সেনা। ইরাক যুদ্ধে যখন তাঁকে পাঠানো হয় তখন জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট আর ডিক চেনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে যুদ্ধের দশম বর্ষপূর্তিতে গত ১৯ মার্চ টমাস চিঠি দিয়েছেন ওই দুই যুদ্ধাপরাধীকে। চিঠির মূল অংশ প্রকাশ করা হল।)

ইরাক যুদ্ধের দশম বর্ষপূর্তিতে আমি এই চিঠি লিখছি সেই ৪৪৪৮ জন মার্কিন সৈন্য যারা ইরাক যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে। আমি এই চিঠি লিখছি আরও শত শত হাজার হাজার প্রাক্তন সৈন্য, যুদ্ধের শারীরিক এবং মানসিক আঘাত যাদের জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের সকলের পক্ষ থেকে। ২০০৪ সালে সাদর শহরে বিদ্রোহীদের এক অতর্কিত প্রতিআক্রমণে আমি পঙ্গু হয়ে গেছি। আমার মৃত্যু আসন্ন। হাসপাতালে শুয়ে এখন মৃত্যুর প্রহর গুনছি।

ইরাক যুদ্ধে যে স্ত্রী স্বামীকে হারিয়েছে, যে স্বামী তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, যে শিশুরা পিতৃহীন বা মাতৃহীন হয়েছে, যে পিতা-মাতারা সন্তানহারা হয়েছেন এবং সেইসব প্রাক্তন সেনা যারা ইরাকের হত্যালীলা স্বচক্ষে দেখার এবং তাতে অংশ নেওয়ার আত্মগ্লানিতে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে অবশেষে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, আজও যে সৈন্যরা সেখানে মোতায়েন রয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে একজন করে আত্মহত্যা করছে, তাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি এই চিঠি লিখছি। আপনাদের যুদ্ধ আমার মতো যত জীবন্ত শবদেহ সৃষ্টি করেছে যাদের বাকি জীবনের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু অপরিসীম দুঃখ এবং যন্ত্রণা, তাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি এই চিঠি লিখছি।

আমি এই চিঠি লিখছি এজন্য নয় যে, আপনাদের মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র এবং ধনলিপ্সার ফলে সৃষ্ট যুদ্ধ মানবসমাজে কী ভয়াবহ অভিশাপ বহন করে এনেছে, সে বিষয়ে আপনারা সচেতন হবেন। আমি শুধু মৃত্যুর আগে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে যেতে চাই যে, আমি এবং আমার মতো আরও শতসহস্র প্রাক্তন সৈনিক, কোটি কোটি দেশবাসী এবং ইরাক সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের আরও কোটি কোটি অধিবাসী নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝেছে আপনাদের প্রকৃত পরিচয় এবং আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আদালতের বিচার হয়ত আপনাদের স্পর্শ করতে পারবে না, কিন্তু আমাদের চোখে আপনারা উভয়েই, ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধ, দস্যুবৃত্তি এবং সর্বোপরি হাজার হাজার মার্কিন যুবক সহ অন্যান্য অসংখ্য নিরপরাধ ইরাকী জনগণকে খুন করা, আমার মতো অসংখ্য প্রাক্তন সৈনিককে ধ্বংস করে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী। আপনাদের ক্ষমতা, পদমর্যাদা, আপনাদের কোটি কোটি ডলারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আপনাদের জনসংযোগ রক্ষার পরামর্শদাতারা, আপনাদের অন্যান্য সমস্ত রকম সুযোগসুবিধে কোনও কিছু দিয়েই আপনারা আপনাদের চরিত্রের দেউলিয়াপনাকে ঢাকতে পারবেন না। মিঃ চেনি আপনি ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং মিঃ বুশ ন্যাশনাল গার্ড ইউনিট থেকে ছুটি না নিয়েই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সেই আপনারা আমাদের ইরাকে মরতে পাঠিয়েছিলেন। আপনারা 'জাতির স্বার্থে' নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতে রাজি হননি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় শতসহস্র যুবক যুবতীকে একটা অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ বলি দিতে পাঠালেন!

আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিই ৯/১১ আক্রমণের দু'দিন পরে। আমি মনে করেছিলাম, আমার দেশ আক্রান্ত এবং যারা আমার দেশবাসীকে হত্যা করেছে আমি তাদের প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছিলাম। আমি ইরাকে যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিইনি। কারণ ৯/১১-র আক্রমণের সঙ্গে ইরাক যুক্ত ছিল না এবং আমেরিকা দূরে থাক, ইরাক তার প্রতিবেশী দেশগুলোরও কোনও ক্ষতি করেনি। ইরাককে 'মুক্ত' করা বা আপনাদের কল্পিত তথাকথিত 'গণবিধ্বংসী অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করা' এসব কোনও কিছুর জন্যই আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিইনি। এ যুদ্ধ সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় অন্য দেশের ওপর চড়াও হওয়া যুদ্ধ এবং এই কারণে তা আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী। আমি জানি, একজন সৈন্য হিসাবে ইরাকে আমি আপনাদের নির্দেশে যা যা করেছি তা একাধারে অপরাধ এবং নির্বোধের কাজ। এই যুদ্ধ ইরাকে একটি বর্বর, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বসিয়েছে যারা শুধুমাত্র তাদের খুনিবাহিনীর অত্যাচার, গণহত্যা এবং সন্ত্রাসের জোরেই নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি কায়েম করতে চাইছে। সব দিক থেকেই আপনাদের ইরাক নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মিঃ বুশ এবং মিঃ চেনি, আপনারাই এই যুদ্ধের হোতা, কাজেই আপনাদেরই এর মাশুল কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে হবে।

৯/১১ আক্রমণের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি যদি আহত হতাম তাহলে এই চিঠি লিখতাম না। সেক্ষেত্রে এই একইরকম দুঃসহ যন্ত্রণায় শারীরিক কষ্ট পেতে পেতে মৃত্যুবরণ করতে হলেও আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারতাম যে, আমার প্রিয় দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের এই পরিণতি আমি বরণ করে নিয়েছি। তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এভাবে আমাকে এই অপরাধবোধ কুরে কুরে খেতে পারত না যে, আমার মতো সৈন্যরা ও অসংখ্য নারীশিশু সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ যে যুদ্ধের বলি হল, সেই যুদ্ধ শুধুমাত্র তেল কোম্পানিগুলোর অপরিসীম লালসা এবং আপনাদের সাম্রাজ্যবাদী রণোন্মত্ততা এই দুইয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট।

আমি শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া অন্য প্রাক্তন সৈনিকদের মতোই প্রশাসনিক উদাসীনতার শিকার। আমাদের যথাযথ দেখভাল করা হয় না। আমরা অক্ষম সৈনিকরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের নিয়ে আপনাদের কোনও মাথাব্যথা নেই এবং সম্ভবত কোনও রাজনৈতিক নেতারই তা নেই। আমাদের ব্যবহার করা হয়েছে এবং তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা পরিত্যক্ত। মিঃ বুশ, আপনি আবার এমন ভান করেন যেন আপনি খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত। আপনি বলুন তো, খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষানুযায়ী মিথ্যাচার কি পাপ নয়? নরহত্যা কি পাপ নয়? চুরি, দস্যুবৃত্তি এবং স্বার্থপরের মতো নিজের উচ্চাশা চরিতার্থ করা, এগুলো কি পাপ নয়?

এই দুনিয়ায় জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দেওয়ার সময় আমার এসে গেছে। আমি চাই, আপনাদের যেন বিচারের কাঠগড়ায় চড়ানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব এড়াতে পারেন না

একের পাতার পর

করেছেন, তাও তিনি বলেছেন। কিন্তু শুধু এগুলি জানার জন্য মানুষ সিপিএমকে হটিয়ে তাঁদের ক্ষমতায় আনেনি। সর্বস্ব হারানো মানুষগুলির সহায় সম্বল ফিরিয়ে দিতে রাজ্য সরকার কী করছে জনগণ তা স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা তো একটা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। মানুষের খোয়া যাওয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নেও হাইকোর্টের হলফনামায় সরকার তার দায়িত্ব কার্যত অস্বীকার করেছে।

যেখানে কেলেঙ্কারির পরিমাণ কুড়ি হাজার কোটি টাকারও অধিক, সেখানে নামমাত্র পাঁচশ কোটি টাকার ফান্ড ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব শেষ করলেন। সে টাকা সংগ্রহের যে উপায় তিনি বাতলেছেন, তাতে সর্বস্ব খোয়ানো আমানতকারীরা যে আদৌ কোনও ভরসা পাবে না তা হলফ করে বলা যায়। যেখানে প্রয়োজন ছিল দলমত নির্বিশেষে দোষীদের, রাজনৈতিক মদতদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, সরকারি অপব্যয়, মন্ত্রী-আমলা-এম এল এ-এম পিদের মোটা মাইনে থেকে ছেঁটে অসহায় মানুষগুলিকে দ্রুত সাহায্য করা, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী এ সব কোনও কিছু না করে রাজনৈতিক তরজায় মেতেছেন। কার আমলে চিটফান্ড দুর্নীতি বেশি হয়েছে, সিপিএম না তৃণমূলের, তার হিসেব কষছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম সম্পর্কে যে অভিযোগ তুলেছেন, বাস্তবিক তার সত্যতা নিয়ে জনমনে কোনও সন্দেহ নেই। দীর্ঘ সিপিএম শাসনেই এই চিটফান্ডগুলি গড়ে উঠেছে এবং সিপিএম রাজত্বেই সেগুলির রমরমা শুরু। এই সংস্থাগুলির প্রতারণা বন্ধ করতে সিপিএম সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। তদন্ত যতই এগোচ্ছে, পুলিশের হাতে আসছে চিটফান্ড সংস্থাগুলির নানা অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাদের কর্তাদের সাথে সিপিএম নেতাদের ছবি। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, এমনকী আসামের মুখ্যমন্ত্রীর এমন ছবিও পুলিশের কাছে এসেছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই রাজ্যের পূর্বতন আবাসন মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের জেরা করেছে এবং পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁরা যে তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে এই প্রতারক সংস্থাগুলিকে সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন, তা স্বীকার করেছেন। দায়ে পড়ে তাদেরই এমন একজনকে তড়িঘড়ি 'বহিষ্কার' করার কথা ঘোষণা করতে হয়েছে সিপিএম নেতাদের। এটা পরিষ্কার যে তদন্ত এগোলে সিপিএমের আরও বহু রাঘব বোয়ালই জালে উঠে আসবে। অথচ সিপিএম নেতারা তাদের এই ভূমিকার জন্য এতটুকুও লজ্জিত বলে তাদের আচরণ দেখে মনে হয় না। শুধু তাই নয়, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষোভ, দুঃখকে তাঁদের পায়ের তলার হারানো মাটি ফিরে পাওয়ার কাজে লাগাতে চাইছেন। মানুষের দুরবস্থা, অসহায়তা নিয়ে এদের কারওরই বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই।

কিন্তু, এই সব প্রতারক সংস্থাগুলির সাথে সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা জড়িয়ে ছিলেন, তাঁরাও নামে-বেনামে দু'হাতে অর্থ লুটেছেন, সিপিএম সরকার এই সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি প্রভৃতি অভিযোগ যত সত্যই হোক, তার দ্বারা গত দু'বছরে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব নস্যাৎ হয়ে যায় না। সারদা কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর সরকার কী কী করেছে মুখ্যমন্ত্রী তার ফিরিস্তি দিচ্ছেন, কিন্তু গত দু'বছরে তাঁর সরকারও যে এগুলির বিরুদ্ধে কিছুই করেনি, বা তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীরা এই সময়ে এই দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন, তা নিয়ে একটি কথাও খরচ করছেন না। বরং মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, তিনি পরিবারে একা, তাঁকে যেন আর কারও সাথে জড়ানো না হয়। অথবা বলছেন, এক ঝুড়ি লঙ্কার একটা-দুটো পচা মানে সব পচা নয়। অর্থাৎ দলটা ঠিকই আছে, শুধু দু-একজন দুর্নীতির শিকার হয়েছে মাত্র। যদি তর্কের খাতিরে তা ধরেও নেওয়া হয়, তবু সেই দু-একজনের বিরুদ্ধেই বা তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? দলের এক সাংসদ-সাংবাদিক এবং আর এক সংবাদপত্র গোষ্ঠীর কর্ণধার তথা তৃণমূল সাংসদ সম্পর্কে সারদা সংস্থা থেকে নানাভাবে কোটি কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছেন সংস্থার চেয়ারম্যান সুদীপ্ত সেন নিজে। পুলিশও এদের একজনকে জেরা করেছে। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি শুধু নয়, বরং তাঁদের আড়ালই করে চলেছেন। সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি এক দলীয় সভায় এই দুই সাংসদ এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় এক নেতার নাম করে গভীর স্নেহের সুরে তাঁদের অভয় দিয়েছেন। দলের এক ছাত্র নেতা থেকে শুরু করে নানা স্তরের নেতা এবং ঘনিষ্ঠদের এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার ঘটনা প্রতিদিন প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যাচ্ছে, দলের নানা কর্মসূচি সফল করতে এই জালিয়াত সংস্থাটি নানা সময়ে দেদার টাকা জুগিয়েছে, জঙ্গলমহলে উন্নয়ন-কর্মসূচির নামে অ্যাম্বুলেন্স সহ নানা সামগ্রী 'দান' করেছে, যার উদ্বোধনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থেকেছেন। এই দেদার টাকা কোথা থেকে আসছে মুখ্যমন্ত্রী কি কখনও জানতে চেয়েছেন? সংবাদে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী এই সব ভুয়ো আর্থিক সংস্থাগুলির কর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের রাজ্যের 'উন্নয়নে' হাত লাগাতে আহ্বান জানিয়েছেন। একে শুধু অপপ্রচার বলে কি উড়িয়ে দেওয়া যাবে?

মুখ্যমন্ত্রী বারবার নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে সৎ বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। কিন্তু কোনও নেতা ব্যক্তিগত ভাবে সৎ হলেও যদি তাঁর চারপাশে অসৎ ব্যক্তিরা ভিড় করে থাকে এবং সেই নেতার সততাকে মূলধন করে তারা অবাধে জনগণের টাকা তছরূপ করে এবং নিজেদের আখের গুছিয়ে চলে, তবে জনগণের কাছে নেতার সেই সততার কোনও মূল্য থাকে কি? মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় ভুলে যাননি সিপিএম শাসনের কথা। একটা সময়ে এসে গোটা শাসক দলটাই পচে গিয়েছিল, দুর্নীতি দল এবং প্রশাসনের সর্বত্র ছেয়ে ফেলেছিল, যার কুফল ভুগতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। এই দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ঔদ্ধত্য একটা সময়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন তা মানুষের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হয়নি। ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মানুষ। মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বারুদে আগুন দিয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন। সেই আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলায়। পরিবর্তন ঘটেছিল রাজ্যের শাসন ক্ষমতায়। ব্যক্তিগতভাবে দলের দু-একজন নেতা সৎ কি না তা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হল, দুর্নীতির প্রশ্নে দলটির দৃষ্টিভঙ্গি কী? দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালাতে তারা প্রস্তুত কি না? একজন নেতা নিজে কোনও দুর্নীতি না করলেও দলের তহবিল বা ভোটের খরচ চালানোর প্রয়োজনেও যদি দুর্নীতির প্রশ্নে তিনি চোখ বুজে থাকেন, তাঁকে কী বলা যাবে? আজ যখন মানুষ দেখছে, শাসক দল, প্রশাসন দুর্নীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে, জনগণের টাকা নিয়ে শাসক দলের ঘনিষ্ঠরা তছনছ করছে, তখন একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের সততার কথা তুলে পরিস্থিতিকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মানুষের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ কিন্তু আর প্রতারণার শিকার হতে রাজি নয়। তারা চায়, গোটা প্রশাসনটাই জলের মতো স্বচ্ছ হোক। এই স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়েই এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। মানুষ যে জীবনপণ করে সিপিএম শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল, সে এই প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখেই। এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গ মানুষ কোনও ভাবেই মেনে নেবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত, দলমত নির্বিশেষে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। সিবিআই তদন্তের যে দাবি উঠেছে, তা মেনে নেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী কোনও অজুহাতেই তাঁর উপর ন্যস্ত এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে দাম ন্যায্য নয়, মানও নিম্ন — অভিমত চিকিৎসকদের

সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খোলার পেছনে আদৌ কি জনস্বার্থ কিছু আছে, সরকারের আসল পরিকল্পনাই বা কী ইত্যাদি প্রশ্ন সামনে রেখে ৩ মে কলকাতা মেডিকেল কলেজে সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সহ সভাপতি ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাক্তার অনুপ মাইতি, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ডক্টর অংশুমান মিত্র, এ ডব্লু বি এস আর ইউ-এর সভাপতি আশিসকুসুম ঘোষ এবং সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক সহ ১০২ জন সরকারি চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক প্রদীপ ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুব্রত ব্যানার্জী, অধ্যাপক স্বপন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ডাক্তাররা বলেন, ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলায় সাধারণ মানুষের খুব একটা আর্থিক সুরাহা হয়নি। ন্যায্য মূল্যের দোকানে এম আর পি-র উপর ৪৭-৬৭ শতাংশ ছাড় দিলেও দেখা যাচ্ছে তা বাজারে অধিকাংশ নামী কোম্পানির ওষুধের দামের কাছাকাছি বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি। যেমন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন-৫০০ ও লেভিটাইরাসিটাম-৫০০-র দশটি ট্যাবলেটের দাম ছাড় দেওয়ার পরেও দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে ৯০টাকা ও ১০০টাকা। বাজারে ঐ ওষুধ দু'টি মোটামুটি ব্র্যান্ডেড নামে পাওয়া যায় যথাক্রমে ৫০ টাকায় ও ৯০ টাকায়। মোক্সিক্ল্যাভ নামক অ্যান্টিবায়োটিকে কোনও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। ব্র্যান্ডেড এই ওষুধটির ১০টির দাম ২৬০ টাকা। ফলে ন্যায্য মূল্যের দোকানে কম দামে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বলে যে কথাটা প্রচারিত হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

তাছাড়া ডাক্তাররা জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন লিখলেও ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে রোগীরা পাচ্ছেন ব্র্যান্ডেড ওষুধ। এক্ষেত্রে ওই সব ওষুধ ব্যবসায়ীরা নিজেদের লাভের সুবিধার্থে পছন্দ মতো ওষুধ ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছে। বিক্রিত ওষুধগুলির মান খারাপ হওয়ার ফলে রোগ না সারলে তার দায় এসে পড়বে জেনেরিক প্রেসক্রিপশনকারী ডাক্তারের উপর। যা কোনও ডাক্তারই মেনে নিতে পারেন না।

সরকার জেনেরিক-ব্র্যান্ডেড ওষুধের মান পরীক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলেনি। ফলে নিম্ন মানের এমনকী ভেজাল ওষুধ রোগীদের দেওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাছাড়া সরকারি হাসপাতালে ওষুধ কাউন্টার থেকে যে সব ওষুধ দেওয়ার কথা তার লিস্ট (১৪৩ সংখ্যক) এবং ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে যে সব ওষুধ বিক্রি করা হয় (১৪২ সংখ্যক) তার লিস্ট প্রায় একই রকম। এ থেকে বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না যে, সরকার বিনামূল্যে ওষুধের জোগান বন্ধ করে দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দেবেন ঐ ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান। ফলে আপাত সুবিধার প্রলোভন দিয়ে হাসপাতালে বিনা পয়সায় ওষুধ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।

বক্তারা আরও বলেন, বাজারে ন্যায্য মূল্যের দোকানে জেনেরিক ওষুধ প্রায় অমিল (মাত্র২-৩ শতাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে পাওয়া যায়)। তার কারণ সরকারের ভ্রান্ত ও জনবিরোধী ওষুধ নীতি। ফলে দেশি-বিদেশি বৃহৎ ওষুধ শিল্পের মুনাফাকে সুনিশ্চিত করতে ওষুধ উৎপাদন ও তার মূল্য নির্ধারণ সব কিছুর উপর থেকেই সরকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছে। ফলে ওষুধের বাজার মূল্য আজ আকাশছোঁয়া। আমাদের দেশে মানুষের চিকিৎসার খরচ যা হয় তার ৭০-৮০ ভাগ খরচ হয়ে থাকে ওষুধ বাবদ। আর চিকিৎসার জন্য ভর্তি হওয়া রোগীর ৪০ শতাংশকেই ঘটি বাটি বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ মেটাতে হয়। এদের ২৫ শতাংশ চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে, দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যায়। এর হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হলে দরকার জনবিরোধী ওষুধ নীতির পরিবর্তন, দেশীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানো, বিনামূল্যে সরকারি হাসপাতালে সমস্ত ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করা।

তদন্তের আগেই মুখ্যমন্ত্রী রায় দিয়ে দিচ্ছেন!

৪ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, তৃণমূল সরকার গতকাল হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে প্রতারিত সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণের কোনও প্রত্যক্ষ দায় সরকারের নেই বলে যে ঘোষণা করেছে, তা শুধু অমানবিক নয়, অত্যন্ত অনৈতিক। সরকার যেখানে এইসব ভুয়া লগ্নি সংস্থার বেআইনি কাজকর্ম সব জেনেও চলতে দিয়েছে, নেতা-মন্ত্রীরা এই লুটের কারবারে যুক্ত থেকেছেন, সেখানে আজ সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার দায় সরকার কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

সারদা কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে তৃণমূল দলের দুই সাংসদ কুণাল ঘোষ ও সৃঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে যখন তদন্ত চলছে, সেই সময় দলের কর্মীসভায় মুখ্যমন্ত্রী কার্যত এই দুই সাংসদকে নির্দোষ বলে রায় দিয়ে দিয়েছেন। এর পর নিরপেক্ষ তদন্তের কথা বলা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।

আমরা দাবি করছি, মন্ত্রী-আমলা-এমএলএদের ভাতা-বেতন ছাঁটাই করে হলেও সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণের দায় কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। এবং সি বি আই তদন্ত করে বেআইনি সংস্থাগুলির মালিক ও তার মদতদার রাজনৈতিক নেতাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

অভিযুক্ত কেষ্টবিষ্টুরা হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন — বিধানসভায় তরুণ নস্কর

৩০ এপ্রিল বিধানসভায় চিট ফান্ড সম্পর্কিত 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশন অব ইন্টারেস্ট অব ডিপোজিট ইন ফিনানশিয়াল এস্টাব্লিসমেন্টস বিল ২০১৩' সরকার কর্তৃক পেশ হওয়ার পর এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর সমর্থন জানিয়ে ৬টি সংশোধনী এনে বলেন,

এই আইনে যে সারদা মালিকদের কোনও শাস্তি হবে না তা জলের মত পরিষ্কার। তদসত্ত্বেও এই বিলকে সমর্থন করছি কারণ আমার দল চায়, অন্তত ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীরা তাঁদের টাকা ফেরত পান। যদিও তার নিশ্চয়তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকছে। সরকারকে আমার প্রস্তাব, এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী, বড় বড় অফিসারদের বেতনের টাকা থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ তাঁরা তো গরিব আমানতকারীদের মতো না খেয়ে মরবেন না। আর দরকার, সিবিআই তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে বিভিন্ন দলের যে নেতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, স্বচ্ছতার স্বার্থে তাদের নাম সরকার প্রকাশ করুন। আসুন আমরা এই বিধানসভায় দাবি করি, সংশ্লিষ্ট 'আর বি আই অ্যাক্ট' সংশোধন হোক, যাতে এ ধরনের কোম্পানির মালিকরা আরবিআইতে ৫০ শতাংশ অর্থ ব্যবসার শুরুতে জমা রাখতে বাধ্য থাকেন, যে টাকা দিয়ে এমন পরিস্থিতিতে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। চালু অন্যান্য এমন কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে সরকার এখনই ব্যবস্থা নিন।

একটা অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সারদা কোম্পানির প্রতারণার ফাঁদে পড়ে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী আজ সর্বস্বান্ত, যাঁদের বেশিরভাগই সমাজের একেবারেই প্রান্তিক অংশের। হাজার হাজার কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে। অনেক আমানতকারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এজেন্টরা ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের রোষের শিকার হচ্ছেন। অভিযোগ, বিগত সরকারের সময়ে গড়ে ওঠা এই কোম্পানির জালিয়াত কর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের পূর্বতন ও বর্তমান শাসক দলের অনেক কেষ্ট-বিষ্টু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ। তাদের এই ঘনিষ্ঠতাকেই হাতিয়ার করে প্রতারকরা লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির কাজে লাগিয়েছে। অথচ সেই নেতারা আজ হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন। নেতা-মন্ত্রীরা যাদের অনুষ্ঠানে গিয়েছেন, যাদের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ ও নানা সুযোগ নিয়েছেন, দঃ ২৪ পরগণায় হাজার হাজার বিঘা জমি জলের দরে পাইয়ে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে কোনও কিছু না জেনেই তা করেছেন — তাও মানুষকে তাঁরা বিশ্বাস করতে বলছেন। তাঁদের এই অজ্ঞতা নিছক ভান ছাড়া আর কী! পরস্পরকে দোষারোপ করতে গিয়ে কোনও কোনও নেতা নিউজ চ্যানেলে নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন — যাঁদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। বলা হচ্ছে আইন নেই বলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। পুলিশের কাজের জন্য কি আইন লাগে এ দেশে? ইংরেজি চালুর বিরুদ্ধে ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়েছিল — এখনও সেই মামলা চলছে, তাঁদের জেল খাটতে হতে পারে। যাঁরা এখানে বসে বিগত সরকারের সাফাই গান তাঁদের জন্য এটা বললাম। আর বর্তমান সরকার? টেট পরীক্ষার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুরে যে ছাত্ররা মিছিলে যোগ দিয়েছিল কয়েকদিন আগে, পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে কী কেস দিয়েছে জানেন? নারী নির্যাতনের কেস। এ জন্য কোন আইন লেগেছিল পুলিশের? আজ যাঁরা আইনহীনতার দোহাই দিচ্ছেন তাঁদের এইগুলো ভেবে দেখতে বলছি। চালু আইনেই এই জালিয়াতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ কি ছিল না? সহজ কথা ভেবে দেখুন, একটা সরকার চলছে, কোটি কোটি টাকার জালিয়াতি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, আর আইন নেই এই দোহাই দিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না—এ কখনও হয়?

কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারে এস ইউ সি আই (সি)

কর্ণাটক বিধানসভার সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এস ইউ সি আই (সি)। ছবিতে বেলারি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি প্রচারসভা।

৩০ এপ্রিল গোয়ালপাড়ায় বনধ পালিত

২৯ এপ্রিল আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ময়লাপাথারে উদ্ধার হওয়া একটি মৃতদেহকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে পথ অবরোধ করেন। পুলিশ জনগণের তদন্তের দাবির প্রতি মান্যতা না দিয়ে গুলি চালায় এবং তাতে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। আহত হন অনেকেই। পুলিশের এই বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে পর দিন এস ইউ সি আই (সি) গোয়ালপাড়া জেলা বনধের ডাক দেয়। নিহত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয় ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবিতে বনধ সর্বাত্মক সফল হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in